কেরলে অনুশীলন | রবিবার আইএসএলে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ খেলতে শুক্রবার সকালের বিমানে কেরল গেল ইস্টবেঙ্গল। সন্ধেবেলা সেখানে অনুশীলন করল।

জোড়া গোল করলেন, তবু জয় অধরা। মহমেডান ফুটবলারদের সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে ইস্টবেঙ্গলের জেসিন টিকে। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

ক্লান্তিই কাঁটা জেসিনদের

২ ইস্টবেঙ্গল — জেসিন ২

২ মহমেডান — বামিয়া, রবিনসন

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

দল পিছিয়ে তখন ১–২ গোলে। ছেলেটা বল ধরলেন সেন্টার সার্কেলে। ব্যাক হিলে বল বাড়ালেন আমনকে। তারপর কয়েক সেকেন্ডে কয়েক গজের একটা স্প্রিন্ট। গতিতে পিছিয়ে পড়ল প্রতিপক্ষ। আর স্রেফ মনের জোরে হারিয়ে দিলেন নিজের ক্লান্তিকে। বৃহস্পতিবার দু'বেলা অনুশীলনের ক্লান্তি। তারপর ম্যাচের শুরু থেকে ছুটে চলার ক্লান্তি। সব কিছুকে হারিয়ে আমনের বাড়ানো থ্রু–টা ধরে ফেললেন মহমেডান রক্ষণে। গোলরক্ষককে টপকে দুরূহ কোণ থেকে বল রাখলেন জালে। আর এই এত প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে জেসিন টিকে গোলটা করতে পারলেন বলেই নৈহাটিতে হারতে হল না ইস্টবেঙ্গলকে। তবে পয়েন্ট খুইয়ে লিগ জয়ের অপেক্ষা বাড়ল। ম্যাচ শেষ হল ২–২ গোলে। মহমেডানের গোলদাতা বামিয়া সামাদ এবং রবিনসন সিং। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল জেসিন টিকের। এই ম্যাচ ড্র হওয়ায় ইস্টবেঙ্গল–ডায়মন্ড হারবার ম্যাচই কার্যত লিগের ফাইনাল। তবে, অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে আই লিগ থ্রি শেষ হওয়ার আগে, লিগের ম্যাচ আর খেলতে চাইছে না ডায়মন্ড হারবার এফসি। তাঁরা শুক্রবারও চিঠি দিয়েছে আইএফএ। আইএফএ আশাবাদী ডায়মন্ড হারবার, ২২ সেপ্টেম্বর কাস্টমসের বিরুদ্ধে খেলবে। তবে, ইস্টবেঙ্গল–ডায়মন্ড হারবার ম্যাচ যে ২৫ সেপ্টেম্বর হচ্ছে না তা পরিষ্কার।

জেসিন, আমন সিকে, সায়ন ব্যানার্জি, শ্যামল বেসরা, পিভি বিষ্ণু এবং তন্ময় দাস। ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দলের সবথেকে নির্ভরযোগ্য ৬ ফুটবলার। অদ্ভুতভাবে এই ছয় ফুটবলারকে বৃহস্পতিবার সকালে রিজার্ভ দলের অনুশীলনের পর সন্ধেয় সিনিয়রের অনুশীলনেও ডাকা হয়। তাঁরা অনুশীলন করেন পুরোদমে। ম্যাচের আগের দিন দু'বেলা কঠোর অনুশীলন। এমনকি আলাদা করে দৌড়ও করানো হয়। ফল যা হওয়ার তাই হল। মহমেডান ম্যাচে তাঁরা এতটাই ক্লান্ত যে, সায়নকে ওঠাতে হল ৪১ মিনিটে, বিষ্ণুকে বিরতিতে, শ্যামলকে ৫৭ মিনিটে। বাকি তিনজনের মধ্যে তন্ময় দ্বিতীয়ার্ধে দৌড়তেই পারছিলেন না। জেসিন, আমনদের চেনা গতিও ছিল অনেক কম। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। শ্যামল ছাড়া বাকি পাঁচজন শনিবার কেরলে সিনিয়র দলে যোগ দেবে।

এদিকে মহমেডানের রিজার্ভ দল গোটা ম্যাচেই দুরন্ত ফুটবল খেলল। ২১ মিনিটে সুজিত সিংয়ের লং বল ইস্টবেঙ্গল পেনাল্টি বক্সের ভেতর দারুণভাবে নামিয়েছিলেন জোসেফ। তাঁর পাস থেকে গোল বামিয়া সামাদের। ৪০ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল সমতা ফেরায়। বিষ্ণুর সেন্টার থেকে নেওয়া তন্ময়ের শট জেসিনের পায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। মহমেডান আবার এগিয়ে গেল ৫১ মিনিটে। গোল রবিনসনের। ৭৭ মিনিটে জেসিনের অনবদ্য বলে ফের সমতা ফেরে ম্যাচে। তবে সংযুক্তি সময়ে হীরা মণ্ডলের জোরালো শট অনবদ্য সেভ করেন মহমেডান গোলরক্ষক শুভদীপ পণ্ডিত।

ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনু জর্জ বলেন, 'সুপার সিক্স মোটেও সহজ নয়। পরের ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।' মহমেডান কোচ হাকিম সেঙ্গেডো বলেন, 'ফুটবলাররা দারুণ লড়াই করেছে।'

ইস্টবেঙ্গল : আদিত্য, সঞ্জীব, জাস্টিন, মনোতোষ, হীরা, তন্ময়, শ্যামল (কুশ) (মুসারফ), বিষ্ণু (রোশল), সায়ন (নসিব), আমন (আশিক), জেসিন

মহমেডান : শুভদীপ, দীনেশ, দীপু, সুরজ (কিমা), জোসেফ, ইয়াশ, সুজিত, সাকা (শিবা), বামিয়া (রোমান), রবিনসন (রাজিবুল), অ্যাডিসন (ইসরাফিল)

মোনাকোয় হার বার্সিলোনার

আজকালের প্রতিবেদন

লা লিগায় অপ্রতিরোধ্য ছন্দে থাকা বার্সিলোনার জয়রথ থেমে গেল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শুরুতে। মোনাকোর কাছে ১–২ গোলে হারলেন রবার্ট লেওয়ানডস্কিরা। বিপক্ষ দল সহজ সুযোগগুলো নষ্ট না করলে বড় লজ্জার মুখে পড়তে হত। তবে জয় পেয়েছে স্পেনের আরেক দল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। প্রথমে পিছিয়ে পড়েও লিপজিগের বিরুদ্ধে ২–১ জয় ছিনিয়ে নিয়েছে তারা।

বৃহস্পতিবার খেলার শুরু থেকেই গুটিয়ে ছিল বার্সা। এদিকে ঘরের মাঠে মোনাকো রীতিমতো তেড়েফুঁড়ে খেলল। লাগাতার আক্রমণে প্রতিপক্ষ রক্ষণের নাভিশ্বাস তুলে দিচ্ছিলেন মোনাকোর ফুটবলাররা। এইসময়েই খেলার ১০ মিনিটের মাথায় ফাউল করে সরাসরি লালকার্ড দেখেন বার্সিলোনার এরিক গার্সিয়া। এরপর বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়ে তাদের ডিফেন্স। ১৬ মিনিটে প্রথম গোল হজম করে তারা। ২৮ মিনিটে একক কৃতিত্বে সমতা ফেরায় লামিন ইয়ামাল। দ্বিতীয়ার্ধের ৭১ মিনিটে আবার গোল মোনাকোর। এরপর শত চেষ্টাতেও সেই গোল শোধ করতে পারেননি বার্সা ফুটবলাররা। ফলে হার দিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অভিযান শুরু হল তাদের।

অপর খেলায় লিপজিগের কাছে শুরুতেই গোল হজম করে অ্যাটলেটিকো। সেখান থেকে ২৮ মিনিটে আঁতোয়া গ্রিজম্যানের গোলে ঘুরে দাঁড়ায় দল। একটা সময় মনে হচ্ছিল, অ্যাটলেটিকোও হয়তো পয়েন্ট নষ্ট করতে চলেছে। সেখান থেকে শেষ মুহূর্তের গোলে দলকে মূল্যবান ৩ পয়েন্ট এনে দেন মারিয়া জিমেনেজ।

অন্যদিকে, প্রথম ম্যাচে কোনওরকমে হার বাঁচাল আর্সেনাল। আটলান্টার সঙ্গে তাদের খেলা গোলশূন্য শেষ হয়েছে। আর্সেনালের গোলরক্ষক ডেভিড রায়া দুটি নিশ্চিত গোল সেভ করেন। দুটি সেভই অনবদ্য।

বৃহস্পতিবার বাকি ম্যাচগুলিতে রেড স্টার বেলগ্রেডের ১–২ হেরেছে বেনফিকার কাছে। ফেয়েনুর্ডকে ৪–০ হারাল লেভারকুসেন। ব্রেস্ট ২–১ জিতেছে স্টার্ম গ্রাজের বিরুদ্ধে।

গোলের পর ইয়ামাল। ছবি: এক্স

ইয়ামালই আগামী প্রজন্মের মুখ: রোনাল্ডো

আজকালের প্রতিবেদন

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর ফুটবল কেরিয়ারের সবচেয়ে বেশিদিন যে ক্লাবকে তিনি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পেয়েছেন, তা বার্সিলোনা। বার্সা সমর্থকদের বহু রাতের ঘুম কেড়েছেন। সমর্থকদের কাছে তিনি যে দারুণরকম বন্দিত ছিলেন, তাও নয়। অথচ, রোনাল্ডো পরবর্তী প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ তারকার খোঁজ পেলেন বার্সা তাঁবুতেই। সিআর সেভেন জানালেন, বার্সায় খেলা স্পেনের নির্ভরযোগ্য ফুটবলার লামিন ইয়ামালই পরবর্তী প্রজন্মের মুখ। ইয়ামালের খেলায় মুগ্ধ বলেও জানিয়েছেন তিনি।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার রিও ফার্দিনান্দকে ইউটিউব সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডো বলেছেন, 'লামিন ইয়ামালের মধ্যে দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে। ও অত্যন্ত প্রতিভাবান ফুটবলার। দেখা যাক, ফুটবল কেরিয়ারের যাত্রা কেমন হয়। তবে আমার ধারণা, ইয়ামাল ঠিক শিখরে পৌঁছোতে পারবে। ও নিজের প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার হয়ে উঠবে।' একই সঙ্গে রিয়েল মাদ্রিদের তারকা ইংলিশ ফুটবলার জুড বেলিংহ্যামকে নিয়েও আশার কথা শোনালেন তিনি। রোনাল্ডোর কথায়, 'ও ইয়ামালের মতোই প্রতিভাবান। প্রজন্মের অন্যতম সেরা ফুটবলার হয়ে উঠবে একদিন।' ওই সাক্ষাৎকারেই রোনাল্ডো জানিয়েছেন, 'ফুটবল যেদিন ছাড়ব, গোল করার জন্য অ্যাড্রিনালিন অনুভব করি, খুব মিস করব। ফুটবল ছাড়ার পর এই তাগিদ আর কখনও অনুভব করব না।'

প্রথম জয়ের খোঁজে মহমেডান

আজকালের প্রতিবেদন

ফুটবলে দিনের শেষে জয়টাই সব। জয় না পেলে মানুষ মনে রাখে না ভাল খেলা। আর সেটা ভালই জানেন মহমেডান কোচ, ফুটবলাররা। আইএসএলের ইতিহাসে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে দুরন্ত ফুটবল উপহার দেয় মহমেডান স্পোর্টিং। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের অনেকটাই দখল ছিল তাদের পায়ে। কিন্তু সবকিছু করেও গোল করতে পারেনি। উল্টে শেষ মুহূর্তের গোল খেয়ে হারতে হয়েছে। খেলার ধরন না পাল্টে দ্বিতীয় ম্যাচে তাই প্রথম জয়ের খোঁজে মহমেডান স্পোর্টিং। শনিবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিপক্ষ এফসি গোয়া।

গত ম্যাচে মাঝমাঠে ফুল ফুটিয়েছিলে মহমেডানের অ্যালেক্সিজ। দুরন্ত ফুটবল উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু আক্রমণে তেমন নজর কাড়তে পারেননি বিদেশি স্ট্রাইকার সিজার মানজোকি। তবে কোচ চেরনিশভ তাঁর পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'মানজোকি উন্নতির জন্য অনেকটা পরিশ্রম করেছে। ও নিশ্চয়ই গোল করবে। আমি চিন্তিত নই।' প্রতিপক্ষকে নিয়ে মহমেডান কোচ বলছেন, 'নর্থইস্টের মতো দলের বিরুদ্ধে আমরা খারাপ ফুটবল খেলিনি। তবে জিততে পারলে ভাল লাগত। বেশ কিছু গোলের সুযোগ তৈরি করেও গোল আসেনি। স্ট্রাইকারদের আরও পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে আই লিগের থেকে আইএসএলের পার্থক্য রয়েছে। গোয়া আইএসএলের অন্যতম শক্তিশালী এবং ধারাবাহিক দল। প্রথম ম্যাচে তারা জিততে পারেনি। তাই এই ম্যাচে জয়ের জন্য ঝাঁপাবে।' দলের ফিটনেস নিয়ে যে সমস্যা রয়েছে, তা মেনে নিয়েও ভাল ফলের বিষয়ে আশাবাদী আন্দ্রে চেরনিশভ।

অন্যদিকে নতুন ফরাসি ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়েরকে চেন্নাইন ম্যাচের আগে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে মহমেডান। মোহনবাগান ম্যাচে তাঁকে মাঠে নামাতে মরিয়া।

INDIAN SUPER LEAGUE — RELIANCE STAR

আজ আইএসএলে

মহমেডান বনাম এফসি গোয়া

(কিশোরভারতী)

সন্ধে ৭–৩০

স্পোর্টস ১৮ থ্রি জিও সিনেমা

বিশেষ মেট্রো

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের অনুরোধ মেনে, যুবভারতীতে আইএসএলের ম্যাচ শেষে বিশেষ মেট্রো চালানোর সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা মেট্রো। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, যুবভারতীতে ম্যাচের দিনগুলোতে, রাত সওয়া দশটায় শেষ মেট্রো ছাড়বে যুবভারতী মেট্রো স্টেশন থেকে। এই মেট্রো যাবে শিয়ালদহ পর্যন্ত। মেট্রো রেলের পক্ষ থেকে কৌশিক মিত্র বলেন, 'সমর্থকদের বাড়ি ফেরার সুবিধার জন্যই, কলকাতা মেট্রোর এই উদ্যোগ।'

বাঁক অফ বড়ৌদা Bank of Baroda | পরিশিষ্ট–IV, রুল ৮(১) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) | **আলিপুরদুয়ার ব্রাঞ্চ** দ্বিতীয় তল, শ্রীকৃষ্ণ মার্কেট, মারোয়াড়ি পট্টি, আলিপুরদুয়ার, পিন–৭৩৬১২১, পশ্চিমবঙ্গ ই–মেল: alijal@bankofbaroda.com

যেহেতু, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, আলিপুরদুয়ার ব্রাঞ্চ, শ্রীকৃষ্ণ মার্কেট, মারোয়াড়ি পট্টি, আলিপুরদুয়ার, পিন–৭৩৬১২১**–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক, তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, অন্যান্য মাশুল (যদি থাকে) আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী নীচে উল্লিখিত তারিখে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নিম্নোক্ত অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর আদায়ের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি সমেত **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান মোতাবেক প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম এবং ঠিকানা	(১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ (২) দখলের তারিখ (৩) বকেয়া অর্থাঙ্ক (₹)	সম্পত্তির বিবরণ
১	**মিসেস শর্মি সাহা** স্বামী– মিঃ কৌশিক সাহা নিবাস: নোনাই শোভাগঞ্জ, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩৬১২১	(১) ১০.০৭.২০২৪ (২) ১৮.০৯.২০২৪ (৩) ₹৪০,৭৪,৩৬৬.৩৭ (চল্লিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার তিনশো ছেষট্টি টাকা এবং সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র), ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী, তৎসহ ০৯.০৭.২০২৪ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি	সামান্য কমবেশি ৪ ডেসিমেল জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: অংশ বিশেষে এল আর প্লট নং ৫১৭, আর এস প্লট নং ৪১৭, এল আর খতিয়ান নং ১৯/১, মৌজা– শোভাগঞ্জ, এল আর জে এল নং ৫২, আর এস জে এল নং ১০১, চাপেরেরপাড়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, শোভাগঞ্জ, পোঃঅঃ– আলিপুরদুয়ার কোর্ট, থানা– আলিপুরদুয়ার, বিএল এবং এলআরও– আলিপুরদুয়ার–২, এডিএসআরও– আলিপুরদুয়ার, জেলা– আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, ২৬.০৭.২০২১ তারিখে রেজিস্টার্ড ও স্বাক্ষরিত দান দলিল নং I–২০০৩০৩৩১০/২০২১ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা মিসেস শর্মি সাহা, স্বামী– কৌশিক সাহা–এর নামে। এই জমিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– শ্রী সুশীল কুমার সাহা; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; পূর্ব– শ্রী উমেশ দত্তের জমি; পশ্চিম– শ্রীমতী চিত্তরঞ্জন সাহার জমি।
২	**মিসেস তুলি গোস্বামী এবং মিঃ দীপঙ্কর মিত্র** উভয়ের নিবাস: হিমালয়ান অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং বি–১, মধ্যপাড়া, নেতাজি রোড, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩৬১২১ **জামিনদার: মিঃ দুলাল গোস্বামী,** নিবাস: নেতাজি রোড, মধ্যপাড়া, ওয়ার্ড নং ৪, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন– ৭৩৬১২১	(১) ২৭.০৫.২০২৪ (২) ১৮.০৯.২০২৪ (৩) ₹৯,৭৪,৮৩৯.১৮ (নয় লক্ষ চুয়াত্তর হাজার আটশো উনচল্লিশ টাকা এবং আঠারো পয়সা মাত্র), ১৫.০৫.২০২৪ অনুযায়ী, তৎসহ ১৬.০৫.২০২৪ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি	নিম্নোক্ত ৭ ডেসিমেল জমি ও বাড়ির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– আলিপুরদুয়ার, থানা– আলিপুরদুয়ার, মৌজা– দমনপুর, জে এল নং ৫১, আর এস খতিয়ান নং ৪৭৯৫, এল আর খতিয়ান নং ৬৬৫৩, আর এস প্লট নং ৪২৬, এল আর প্লট নং ১২১৮, হোল্ডিং নং ৪০১/৫৪২। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– গৌরী চক্রবর্তী; দক্ষিণ– সত্যেন বিশ্বাস; পূর্ব– আর আর প্রাইমারি স্কুলের বাউন্ডারি; পশ্চিম– পুরসভার রাস্তা।

তারিখ: ১৮.০৯.২০২৪
স্থান: আলিপুরদুয়ার

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD | **জোনাল অফিস, কলকাতা নর্থ** প্লট নং ৩৭৭ ও ৩৭৮, ব্লক– জিডি, সেক্টর–III, সল্ট লেক, কলকাতা–৭০০১০৬

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২–এর রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ ও ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি(গুলি)র দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি(গুলি) নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ ও অন্যান্য খরচাপাতি সমেত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

''সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারা ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোয় আপনাদের অধিকারের আমরা আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।''

ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা এবং ব্রাঞ্চের নাম	দায়বদ্ধ/ বন্ধকি সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক
মিঃ সোমনাথ রায় (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), পিতা– অরিন্দম রায়, ৩৬/৩, কালীবাড়ি রোড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা–৭০০১৩১ এবং ফ্ল্যাট নং ২এ, দ্বিতীয় তল, দক্ষিণ–পশ্চিম পার্শ্বে, ৭০এ, পুলিন অ্যাভিনিউ, ওয়ার্ড নং ৪, দমদম পুরসভা, কলকাতা–৭০০০৭৯ **ব্রাঞ্চ: হাওড়া**	সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ১৪ ছটাক ১৫ বর্গফুট বাস্তু জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ এবং এর উপরিনির্মিত জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের ২৫% সার্ভিস এরিয়া ও সিঁড়ি এরিয়ার সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের দ্বিতীয় তলে (ফার্স্ট ফ্লোরে) দক্ষিণ–পশ্চিম পার্শ্বে দুটি বেডরুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং, একটি কিচেন, একটি ব্যালকনি ও দুটি টয়লেট নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট এবং হোল্ডিং নং ৭০এ, পুলিন অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০০৭৯, দমদম পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ড, থানা– দমদম ঠিকানাস্থিত স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২এ–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: হোল্ডিং নং ৭০এ, পুলিন অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০০৭৯, মৌজা– সুলতানপুর, জে এল নং ১০, আর এস নং ১৪৮, আর এস দাগ নং ২০০৩, সি এস খতিয়ান নং ৫৫৪, আর এস খতিয়ান নং ১৬৩৫, স্বত্বদলিল নং I–৭৬০৪/২০১৭। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি: উত্তর–** ১২ নং প্লটের জমি; **দক্ষিণ–** ১২ নং প্লটের জমি এবং পুরসভার ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; **পূর্ব–** আর এস দাগ নং ২০১৩; **পশ্চিম–** ১৫ এবং ১৫এ নং প্লটের জমি।	**ক) ০৩.০৬.২০২৪ খ) ১৯.০৯.২০২৪ গ) ₹৩১,৯৭,৪৪৮.০০** (একত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার চারশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র), ০৩.০৬.২০২৪ অনুযায়ী, তৎসহ ০৪.০৬.২০২৪ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ
রামানুজ মল্লিক (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা), পিতা– বিজয় কুমার মল্লিক, ৫৭এ, এস এন রায় রোড, পোঃঅঃ– সাহাপুর, থানা– নিউ আলিপুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৩৮ এবং ফ্ল্যাট নং ৪বি, দক্ষিণ–পশ্চিম দিক অভিমুখী, চতুর্থ তল, মা তারা অ্যাপার্টমেন্ট, ২৩/এ (পুরনো), ৪৩ (নতুন), মধুসূদন রোড, ওয়ার্ড নং ০৫, দক্ষিণ দমদম পুরসভা, কলকাতা–৭০০০৬৫ **ব্রাঞ্চ: হাওড়া**	সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা ১৫ বর্গফুট জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ এবং এর উপরিনির্মিত 'মা তারা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের কমন এরিয়া ও সুবিধাবলি ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলে (৩ নং ফ্লোরে) দক্ষিণ–পশ্চিম দিক অভিমুখী ও তিনটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, একটি কিচেন, একটি ব্যালকনি ও দুটি টয়লেট নিয়ে গঠিত সামান্য কমবেশি ১১০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং '৪বি'–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– গরুই, জে এল নং ১৬, সি এস দাগ নং ১৩৩৬, সি এস খতিয়ান নং ১৯৯, আর এস খতিয়ান নং ৫৮৪, আর এস দাগ নং ১৮৬৪, দক্ষিণ দমদম পুরসভার পুর–এলাকাধীন, থানা– দমদম, ওয়ার্ড নং ৫, হোল্ডিং নং ২৩/এ (পুরনো), ৪৩ (নতুন), মধুসূদন রোড, কলকাতা–৭০০০৬৫, এডিএসআর– কাশীপুর, দমদম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, স্বত্বদলিল নং I–৬৩৪০/২০১৭। বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি: উত্তর– অংশত আভারানি ঘোষের বাড়ি; তার পরে ৮ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ (পুরসভার রাস্তা); দক্ষিণ– জীবন রায়ের বাড়ি; পূর্ব– মিন্টু সরকারের বাড়ি; পশ্চিম– আভারানি ঘোষের বাড়ি।	**ক) ০৩.০৬.২০২৪ খ) ১৯.০৯.২০২৪ গ) ₹৩৪,৯৩,৭৬৫.০০** (চৌত্রিশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র), ০৩.০৬.২০২৪ অনুযায়ী, তৎসহ ০৪.০৬.২০২৪ থেকে অপ্রযুক্ত সুদ
মিঃ সরোজ নাথ (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), পিতা– অমিয় নাথ, ৫১৮/এ, সর্দার পার্ক, বাহারপাড়া, পোঃঅঃ ও থানা– ঠাকুরপুকুর, কলকাতা–৭০০০৬৩ **মিসেস লতিকা নাথ (ঋণগ্রহীতা),** স্বামী– সরোজ নাথ, ৫১৮/এ, সর্দার পার্ক, বাহারপাড়া, পোঃঅঃ ও থানা– ঠাকুরপুকুর, কলকাতা–৭০০০৬৩ **ব্রাঞ্চ: হাওড়া**	সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা ১৫ বর্গফুট জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ এবং এর উপরিনির্মিত 'মা তারা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের কমন এরিয়া ও সুবিধাবলি ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলে (৩ নং ফ্লোরে) দক্ষিণ–পূর্ব দিক অভিমুখী ও দুটি বেডরুম, একটি ডাইনিং কাম ড্রয়িং, একটি কিচেন, একটি ব্যালকনি ও একটি টয়লেট নিয়ে গঠিত সামান্